

প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেত্রী ও দেশবাসীর কাছে খোলা চিঠি

হুমায়ুন আজাদ ॥ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী ও প্রিয় দেশবাসী, অত্যন্ত অসহায়, আক্রান্ত ও বিপন্ন অবস্থায় আমি আজ আপনাদের কাছে এ-খোলা চিঠি লিখছি, কেননা জীবন আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এ-বছর ২৭ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় বইমেলা থেকে ফেরারপথে ঘাতকদের দ্বারা আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম; আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল না, তবু চার দিন মৃত্যুর ভেতরে বাস করে আমি জীবনে ফিরে এসেছি। এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ সকলের কাছে; প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন; বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি আমার জীবনের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন; এবং কৃতজ্ঞ প্রিয় দেশবাসীর কাছে, যাঁরা আমার জন্যে হাহাকার করে উঠেছিলেন, উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন, আমার জীবনের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন; এবং কৃতজ্ঞ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র, দেশের শিল্পী ও রাজনীতিবিদদের কাছে, যাঁরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিন্দ্রি কাজ করেছেন। আমার জীবনে ফেরার কথা ছিল না, কিন্তু চিকিৎসকদের প্রাণপণ সাধনায় আমি জীবনে ফিরে এসেছি। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

২৭ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যার পর আমি হয়ে উঠেছিলাম দেশবাসীর হৃদয়ের ধন, যাঁরা আগে আমার নামও জানতেন না, তাঁরাও আমার কুশল কামনা করেছিলেন; কিন্তু আজ আমি আক্রান্ত এবং আমার পরিবার বিপন্ন; আমরা সারাক্ষণ ঘাতকের আক্রমণের ভয়ে অস্থির। গত ২৪ জুলাই আমার একমাত্র পুত্র অনন্যকে অপহরণের চেষ্টা করে ঘাতকেরা, আবার ২৫ জুলাই বিকালে টেলিফোনে বোমার ভয় দেখিয়ে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে। আমার পরিবার ও আমি এখন সম্ভবত বাংলাদেশের সবচেয়ে আতঙ্কিত পরিবার ও ব্যক্তি, যাদের জীবন যে কোন সময় বিপন্ন হ'তে পারে। তাই আমি আপনাদের আন্তরিক সাহায্য কামনা করি। আপনারাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। আমার মৃত্যুর সময় আপনারা যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তা কি আপনারা পালন করবেন না আমার জীবনের সময়?

আমি প্রাণে বেঁচেছি, কিন্তু আমি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ নই। আমার এক চোখ অর্ধেক অন্ধ, আমার মুখে অসুন্দর ও কষ্টকর সেলাই, ঠোঁট শিথিল, দাঁতগুলো কৃত্রিম এবং শারীরিকভাবে আমি দুর্বল। আমি ফিরে আসার পর থেকে ঘরেই বন্দী হয়ে আছি, কেননা আমার জীবন নিরাপদ নয়, যে কোন সময় আমি আক্রান্ত হ'তে পারি। আমার নিরাপত্তার জন্য সরকার পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করেছে, এ জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি বার বার খুনের হুমকি পাচ্ছি, আমার পরিবারের সদস্যদেরও বিপদে ফেলা হচ্ছে, যা কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আমার পরিবারের সদস্যদের ও নিকটজনের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না, কেননা তাদের মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই; মনে হয় তারা ছুরি, চাপাতি বা আগ্নেয়াস্ত্রের নিচে বাস করছে; মনে হয় চারদিক থেকে ঘাতকেরা তাদের ঘিরে ফেলছে, কিন্তু তাদের রক্ষা করার কেউ নেই। এ-অবস্থায় বেঁচে থাকা কতোটা কঠিন ও নিরর্থক, তা আপনারা হয়তো কল্পনাও ক'রে উঠতে পারবেন না।

অপমৃত্যুর ভয়কেই এখন আমাদের জীবন মনে হয়; জীবনের মোহ কেটে গেলে আমরা একযোগে আত্মহত্যা করতে পারতাম, চাঁদ ও ফুলগুলোকে ঘাতকদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারতাম; কিন্তু দুর্বল আমরা, জীবনের মোহ কাটেনি, তাই আমরা সারাক্ষণ আতঙ্কিত থাকি; কেউ বাইরে গেলে তার জন্যে ভয়ে থাকি এবং আমি বাইরে গেলে ঘরের জন্যে উদ্বিগ্ন থাকি। একান্তরও জীবন এমন দুর্বিষহ ছিল না। এখন সব সময় নিজের জন্যে করুণা লাগে, জীবনের জন্যে করুণা লাগে এবং আরো শোচনীয় যে দেশের জন্যে করুণা লাগে। এ কেমন দেশ যেখানে একজন অধ্যাপক ও লেখকও সহজ সরল জীবন যাপন করতে পারে না; স্বস্তির সঙ্গে বইয়ের পাতা উল্টাতে পারে না, একটি কবিতার পঙ্ক্তি লিখতে পারে না; কেননা ঘাতকেরা তাকে সব সময়, এমন কি ঘুমের ভেতরেও, সন্ত্রস্ত করে রাখছে! এরই জন্যে আমরা বাংলাদেশ চেয়েছিলাম? এরই জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন অজস্র দেশপ্রেমিক?

আমি একজন অধ্যাপক ও লেখক; ছত্রিশ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াছি এবং লিখছি আরো বেশি সময় ধ'রে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দিতে আমি কখনো অবহেলা করিনি; তাদের আমি আমার মেধা অনুসারে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেছি; হাজার হাজার ছাত্র আমাকে তাদের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মনে ক'রে, তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমাকে ধন্য করেছে। আমি ছাত্রদের নতুন নতুন জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেছি, পুরনো ভাবনাচিন্তার মধ্যে রাখতে চাইনি; কেননা জ্ঞানের প্রকৃতিই হচ্ছে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা, মানুষের প্রকৃতি নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা। মানুষ নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেছে বলেই পৃথিবী এগিয়েছে, আধুনিক সময়ে উপনীত হয়েছে। আর আমি বিরামহীনভাবে লিখেছি, একমাত্রিকভাবে নয়, বহুমাত্রিকভাবে। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভাষাবিজ্ঞান, রাজনীতিবিশ্লেষণ, কিশোরসাহিত্য-বিচিত্র শাখায় আমি কাজ করেছি এবং এ পর্যন্ত আমার সত্তরটির মতো বই বেরিয়েছে। অনেকেই স্বীকার করেন আমার লেখা বাংলাদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, আমার মৃত্যুর পরও তা উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জীবন আমার কাছে দুর্বিষহ, কেননা ঘাতকেরা আমাকে ও আমার পরিবারকে নিয়মিত হুমকি দিয়ে চলছে এবং আতঙ্কে আমি জ্ঞান ও সাহিত্যকে ভুলে যাচ্ছি। এটা কি বাংলাদেশের জন্যে গৌরব যে তার একজন প্রধান অধ্যাপক ও লেখককে মৃত্যুর আতঙ্কের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে? আমি কি পরীক্ষায় ভালো করেছিলাম, অধ্যাপক ও লেখক হিসাবে কৃতিত্ব লাভ করেছিলাম, দেশের মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা পেয়েছিলাম ওই ঘাতকদের হাতে নিহত হওয়ার জন্যে? আমার অপমৃত্যু কি বাংলাদেশের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে? নাকি দেশকে কলঙ্কিত করবে?

আমি একজন লেখক ও অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ, যার কাছে ঘরে বন্দী হয়ে থাকাটাই মৃত্যুর থেকেও শোচনীয়। মনে পড়ে একদিন আমি একা একা হাঁটতাম, একা গ্রামে যেতাম, চাঁদ পাখি নদী দেখতাম; আজ আমার একা হাঁটার অধিকার নেই, আজ আমার চাঁদ পাখি নদী দেখার অধিকার নেই, অথচ অধিকার আছে তাদের যারা আমাকে হত্যা করতে চায়, যারা কখনো চাঁদ ভালো করে দেখেনি। একজন লেখক ও জ্ঞানচর্চাকারীর পক্ষে ভয়ে ঘরে বন্দী হয়ে থাকার মতো শোচনীয় আর কিছু নেই; এতে তার সৃষ্টিশীলতার অবসান ঘটে। একা আমি নই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন অধ্যাপককে একটি গোষ্ঠী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। তাঁদের যন্ত্রণা আমি বুঝি; কিন্তু আমাদের আর কতোকাল এই যন্ত্রণার মধ্যে বাস করতে হবে? প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, প্রিয় বিরোধীদলীয় নেত্রী, প্রিয় দেশবাসী, এখন আপনাদের নিক্তিষ্ণ থাকার সময় নয়, আপনাদের দেখা দরকার কারা আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছে; এটা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব, এ-দায়িত্ব আপনাদের পালন করা দরকার, নইলে ভবিষ্যত আপনাদের কোন্ চোখে দেখবে?

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে আমরা একটি উন্নত, আধুনিক ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসাবে দেখতে চেয়েছি; কিন্তু আমরা সেভাবে দেশকে গড়ে তুলতে পারিনি। বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সুন্দর নয়; আর এখন আমাকে ও আমার পরিবারকে যেভাবে সন্ত্রস্ত করে রাখা হচ্ছে, তাতে দেশের ভাবমূর্তি আরো অসুন্দর হয়ে উঠবে। আপনারা সবাই জানেন আমাকে যারা সন্ত্রস্ত করে তুলেছে, তারা একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাস করে। একটি জাতি ও দেশ তখনই সুন্দর ও উন্নত হয়, যখন সে দেশে মতাদর্শগত বৈচিত্র্য থাকে, পরস্পরবিরোধী চিন্তানুসারীরাও পাশাপাশি বাস করে। পরস্পরের চিন্তা ও মতাদর্শকে সহ্য করাই গণতন্ত্রের রীতি।

আমরা বিরোধী মতাদর্শকে জ্ঞানের সাহায্যে, লেখার মাধ্যমে, বাতিল করতে পারি, কিন্তু কেউ বিরোধী মতাদর্শ পোষণ করছে বলেই তাঁকে খুন করতে বা খুনের হুমকি দিতে পারি না। কিন্তু বাংলাদেশে এখন চিন্তার সাহায্যে চিন্তাকে বাতিল করার বদলে খুন বা খুনের হুমকি দেয়াই রীতি হয়ে উঠেছে এবং আমি তার প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছি। আমার লেখা কি গরিব বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেনি? আমি কি বাংলাদেশকে ভালোবেসে দেশের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করিনি? আমার মৃত্যুর পর বাঙালী কি আমাকে নিয়ে গৌরব করবে না? তাহলে জীবিত অবস্থায় আমাকে কেন মৃত্যুর আতঙ্কে রাখা হচ্ছে? আমি আপনাদের অবিলম্ব সহায়তা কামনা করছি।

বাংলাদেশ এখন একটি বড় বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে, প্রায় সারা দেশ বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেছে, মানুষের দুঃখকষ্টের এখন শেষ নেই; তবে মর্মান্তিক হচ্ছে যে এটাই শেষ বন্যা নয়। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে, ভূতাত্ত্বিকদের মতে আগামী পঁচিশ বছরে বাংলাদেশ সাগরের নিচে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই শোচনীয় দুর্ভাগ্য আমরা প্রতিরোধ করতে পারি জ্ঞান ও নিষ্ঠার সাহায্যে; আর তা যদি না করি, তাহলে এক সময় বাংলাদেশবাসীদের হৃদয়ের মতো অন্য কোন দেশে গিয়ে উঠতে হবে। হয়তো উঠতে দেবে না। আমরা অনেকেই হয়তো আগামী পঁচিশ বছর বাঁচবো না, কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্যে একটি নিরাপদ ও উন্নত দেশ রেখে যাওয়া আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু সেদিকে কারো চোখ নেই, উগ্র মতাদর্শীরা এখন আমার মতো মানুষকে খুন করার জন্যেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, যেনো এতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই বন্যায় আমিও মানুষের মাঝে যেতে চাই, কিন্তু আমার সে অধিকার নেই; আমি ঘরে বন্দী হয়ে দেখতে পারছি মানুষ কেমন কষ্টে আছে। আমার নিজের গ্রামের বাড়িও বন্যায় ডুবেছে, কিন্তু আমি দেখতে যেতে পারছি না, হয়তো ঘাতকেরা আমাকে অনুসরণ করবে। প্রকৃতি মানুষকে বিপন্ন করেছে, আর আমাকে বিপন্ন করেছে একদল মতাদর্শী ঘাতক, যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ভোলেনি যে আমাকে আতঙ্কিত করে রাখতে হবে।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, প্রিয় বিরোধীদলীয় নেত্রী, প্রিয় দেশবাসী, এ সঙ্কট মুহূর্তে, বিপন্নতার সময়ে, আমার পরিবারের ও আমার জীবন আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করলাম; আপনারাই স্থির করবেন বাংলাদেশ কি ঘাতকদের চাপাতির নিচে থাকবে, আমি ও আমার পরিবার কি বিন্দ্রি কাঁপতে থাকবো, এবং বাংলাদেশের রক্তের বন্যায় কি ডুবে যাবে বাংলাদেশ? এবং বিশ্ব শিউরে উঠবে বাংলাদেশকে দেখে। সময় বেশি নেই, এখনই আপনারদের কর্তব্য স্থির করার জন্যে আবেদন জানাই।